দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

1882

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ঃ স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃপ্ত পদক্ষেপ

আজিজ আহমেদ চৌধুরী
মহা–পরিচালক
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কোষ

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এ দেশের একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। বৃটিশ ভারতে ১৯১২ সালে মনীষী গোখলের ইমপেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশকৃত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ বিল ৩৮–১৩ ভোটে নাকচ হলেও এর দাবী স্তব্ধ হয়নি। এর ফলে ১৯১৯ সালের 'দি বেংগল প্রাইমারী এডুকেশন এ্যাক্ট–এ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিধান অন্তর্ভূক্ত হতে দেখা যায়। এই আইনের প্রয়োগ–ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় শহরাঞ্চল। ফলে তা মূল আশা আকাংখা মেটাতে পারেনি। ১৯৩০ সালে পাশ হয় 'দি বেংগল (রুরাল) প্রাইমারী এডুকেশ এ্যাক্ট'। এই আইনে গ্রামাঞ্চলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিধান সন্নিবেশিত হয় এবং ১০ বছরের মধ্যে সারাদেশে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু আইন প্রণীত হলেও এর বাস্তবায়নের সক্রিয় উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। এর পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৫২ সালে। তৎকালীন সরকার 'পূর্ববংগে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা' প্রকাশ করে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে এই পরিকল্পনায় মেয়েদের বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয় এবং ১৯৩০ সালের আইনের মত ১০ বছর সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়। এই পরিকল্পনাও পূর্বের মত অবাস্তবায়িতই থেকে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৯০ সালের শীতকালীন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে পাশ হয় প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন–১৯৯০। এ আইনে আইন প্রয়োগের জন্য কোন সময়সীমার উল্লেখ রাখা হয়নি। ফলে এই আইনের নিয়তি পূর্বের আইনগুলোর মত হবার সুযোগ ছিল অবারিত। কিন্তু ইতিমধ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার। আমরা আনন্দের সংগে লক্ষ্য করেছি' বর্তমান সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণে সর্বাগ্রেই এগিয়ে এসেছে। ১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে ৬৮টি থানায়, আর এ বছর ১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে অবশিষ্ট সকল থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিতহয়েছে।

শিক্ষা ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, কাজেই এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন যুক্তিযুক্ত নয়– এ ধারণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা দেখেছি, যখনই শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও পরিকল্পনাবিদদের একত্র করা হয়েছে, যখনই দেশের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবনের পথ অন্বেষণ করা হয়েছে, তখনই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কথাটি সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। তাই বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, পাকিস্তানী আমলের পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা কমিশন (১৯৫৭) এবং জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কুদরত–ই–খুদা কমিশন সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৮০ সালের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে। ১৯৭৯ সালের শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিও ১৯৭৯ সাল থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি শুরু করে পর্যায়ক্রমে পাঁচ বছরের মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার সুপারিশ করে। ১৯৮৮ সালের মফিজ কমিশনেও আমরা বাধ্যবাধকতার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব লক্ষ্য করি।

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা–মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন্‌টির স্থান সর্বাগ্রে এ সম্পর্কে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু সার্বিক বিশ্লেষণে শিক্ষার প্রথম স্থান পাওয়ার দাবী অস্বীকার করার উপায় থাকে না। কারণ শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে। শিক্ষার যাদুস্পর্শেই মানুষ জনসম্পদে রূপান্তরিত হয় আর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা বিধানের উন্নততর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়। অধিকার কখনই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অধিকারের সংগে জড়িয়ে আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্ন। তাই শিক্ষার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলতে গেলেই প্রত্যেকের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের ভূমিকা হবে এই অগ্রযাত্রা বাধামুক্ত রাখা।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম বছরে ৬ বছর বয়সী শিশুদের সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষার জগতে আনা হচ্ছে। দ্বিতীয় বছরে ৬ ও ৭, তৃতীয় বছরে ৬ থেকে ৮, চতুর্থ বছরে ৬ থেকে ৯ এবং পঞ্চম বছরে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী সব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে। কেবলমাত্র স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাই নয়, সমপর্যায়ের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এই কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হবে। প্রথম বছরে ৭ থেকে ১০ বছরের অনেক শিশু বাইরে থেকে গেলেও প্রতিবছরই এদের সংখ্যা কমবে এবং পঞ্চম বছরে আর কেউ বাইরে থাকবে না। অন্তবর্তীকালীন সময়ে এসব শিশুকে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার কার্যক্রমও পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পদ ব্যয় করছি। কিন্তু সব শিশুর ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির জন্যে সংঘবদ্ধ ও কার্যকর ব্যবস্থা আমরা করতে পারিনি। প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীকক্ষ পরিপূর্ণ হলেও পরবর্তী শ্রেণীগুলোতে শূন্যস্থানের আয়তন ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এর ফলে বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষক এবং অন্যান্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। নিঃসন্দেহে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অর্থ সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিশিষ্ট অবদান রাখবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এসব দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর পূর্ণ সাফল্য আনতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় দুই যুগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে। আমাদের অবশ্য এত সময় দেবার উপায় নেই। সরকারের পাশাপাশি সমগ্র জাতি চায় ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা। তাই দেশের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এর মাধ্যমেই ঘটবে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন। দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবরূপায়ন।